অন্তরীক্ষে স্বপ্ন উড়াই

রেজাউল হক

উৎস প্রকাশন

প্রকাশনার চব্বিশ বছর
উৎস প্রকাশন

স্বত্ব
কবি

প্রকাশকাল
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪

প্রকাশক
মোস্তফা সেলিম
উৎস প্রকাশন
১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮০ ২ ৯৬৭৬০২৫, ০১৭৫ ৪৯৮৭৯৩৫, ০১৭১৫ ৪০৪১৩৪
ই-মেইল : utsopro2001@gmail.com

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মুদ্রণ
সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

দাম : ২৫০ টাকা

Antorikhee Shopno Uray by Rezaul Haque
Published by Mustafa Salim, Utso Prokashan 127 aziz super market
2nd flr. Shahbag, Dhaka-1000.

ISBN : 978-984-97871-8-1

সূচিপত্র

০৭ / অন্তরীক্ষে স্বপ্ন উড়াই
০৮ / ছুঁয়ে যায় মন
০৯ / রোদ
১০ / বপন
১১ / ভালো থেকো
১২ / ভিখিরি
১৩ / আরেকটা নতুন জীবন চাই
১৪ / স্বরূপ
১৫ / পরখ
১৬ / ইচ্ছে রাজার দেশ
১৭ / বাহারি জীবন
১৮ / সব যদি
১৯ / নৈবেদ্য
২০ / আমার স্বপ্ন
২১ / তেত্রিশ বছর পর
২৩ / যদি আমায় ভালোবাসো প্রিয়তমা
২৪ / প্রতিদান
২৫/ আমায় দেবে ঠাঁই!
২৬/ তুমি শুধু জেগে থাকো
২৮ / যাচ্ছি
২৯/ মানপত্র
৩১ / ১৪ ডিসেম্বর
৩২ / তামাসা
৩৩ / সালিশ
৩৪ / সদাই
৩৫ / প্রতীক্ষা
৩৬ / পরিযায়ী
৩৭ / তারপর
৩৮ / যদি ভালোবাসা দিস
পটভূমি / ৩৯
সাঁঝবেলা / ৪০
সংকট / ৪১
প্রেস কনফারেন্স / ৪২
বোধ / ৪৩
জীবনের হিসাব / ৪৪
স্বাধীনতা / ৪৫
অভিবাদন বাংলাদেশ! / ৪৬
ভেঙে যায় প্রেম / ৪৭
তোমার জন্য / ৪৮
মায়া / ৪৯
কল্পলোক / ৫০
দুখ / ৫১
আরো প্রেম চাই / ৫২
স্বাধীনতা কী? / ৫৩
সময়ের গান / ৫৪
খেয়াঘাট / ৫৫
পান্তাভাতে ঘি / ৫৬
বেলাশেষে / ৫৭
মেঘ / ৫৮
নারীতে / ৫৯
শোকগাথা / ৬০
মূল্যায়ন / ৬১
নীল কষ্ট / ৬২
স্বপ্নযাত্রা / ৬৩
ঘর / ৬৪
ভালো-মন্দ / ৬৫
জুতা জোড়া / ৬৬
বাহবা! বাহবা! বেশ / ৬৭

৬৮ / এসো হে বৈশাখ
৬৯ / ইদ এসেছে
৭০ / স্মরণ
৭১ / মানুষ
৭২ / শোকসভা
৭৩ / শুভ জন্মদিন
৭৪ / সংগ্রাম চলবেই
ফেরা / ৭৫
কবি আসাদ চৌধুরী যখন আমাদের ছেড়ে যায় / ৭৬
বৈরাগী জীবন / ৭৭
সার্কাস চলিতেছে / ৭৮
বিধাতা তাকিয়ে রয় / ৭৯

অন্তরীক্ষে স্বপ্ন উড়াই

অন্তরীক্ষে স্বপ্ন উড়াই,
ঝরাবাদলে নিশুতি রাতে মুখোমুখি দু'জন
ভেসে যাই ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে,
শরীরের ভাষা খুঁজে যৌবনলীলা
অপ্রতিরোধ্য মন ব্যাকুল হয়—
আবাদ করতে চায় ফসলি জমি;
ছুঁয়ে যায় কামাতুর ঠোঁট
বিমুগ্ধ আবেশে বিহ্বল চোখ
আহ্বান করে জৈবনিক সুখে।
পূর্বপুরুষের কথা মনে পড়ে—
একই রক্ত বয়ে বেড়ায় যে জীবন
একই ধারায় প্রলুব্ধ প্রজন্ম স্মারক
একদিন তাহারাও আবাদ করেছিল জমি
মেতেছিলো রতিসুখে,
তাহারাও ছুঁয়েছিলো শরীর
করেছিলো বীজ বপন।
অসঙ্কোচে হাসে পূর্ণিমার চাঁদ
অভিবাদন জানায় আলোর ঝর্ণাধারায়,
আদিম রঙ্গলীলায় প্রেমিকযুগল
ভেসে যাই অনন্ত সুখে,
পরিশ্রান্ত মন শান্ত হয়
নতুন স্বপ্ন আঁকে সম্ভাবনার—
পাশাপাশি বসে অন্তরীক্ষে স্বপ্ন উড়াই।

ছুঁয়ে যায় মন

তোমার উড়ুক্কু চুল ছুঁয়ে যায় মন;
আমি ভেসে যাই কল্পনায়,
সতর্ক হয়ে পথ চলি
তোমার সাথে দেখা হবে, থাকি আশায়।
যদি মুখোমুখি হই, তবে—
বাড়িয়ে দিবো হাত,
মুষ্টিবদ্ধ হাতে সবক'টি রঙিন গোলাপ
সেইসাথে স্বাগত সংলাপ।
যদি চোখে চোখ রাখো, তবে—
নির্বাক হবো অথবা বিভোল,
এক শতাব্দী কাল পেরিয়ে শেষে
খুঁজে নিবো শুধু তোমারই আঁচল।

রোদ

দুপুরের রোদ গায়ে এসে পড়ে
সন্দেহ করে নিন্দুকের চোখ—
সে তো জানে না কতটুকু উম,
কতটুকু ভালো লাগা, সুখ!
আমি অবলীলায় গা পেতে বসি
জড়িয়ে থাকে, থাক
আমি চাই কোমল স্পর্শ পেতে
চাই প্রেম, কাছে আসার ডাক।
আমি চাই পুড়তে স্পর্শের উত্তাপে,
আমি চাই ভিজাতে গা,
এসো গায়ে গায়ে উত্তাপ ছড়াই—
অসংকোচে বাড়াও দুই পা।

বপন

তুমি নিজেকে বদলে ফেলেছো
আমায় গিয়েছো ভুলে,
আমাদের বলে আর কিছু নেই
ভালোবাসা চড়ে শূলে।
আমাদের ছিলো দিনরাত্রি
যৌবনভরা প্রেম
একাডেমি মাঠ, চায়ের আসর
সিনেপ্লেক্সের ফ্রেম।
আমাদের ছিলো অলস সময়;
ছিলো না ফেরার তাড়া
রাজকন্যার পিছে লোক লস্কর
ছিলো না তো পাহারা!
তবুও তুমি আমার মাঝে পাওনি খুঁজে সুখ;
তোমার সুখে বপন করেছি আমার সকল দুখ।

ভালো থেকো

আমার বেদনার নীলে যদি তোমার সুখ মিলে
তবে হোক তাই
হোক বিরহ শুরু, বাজুক সানাই।
তোমার সুখের সানাই যদি আমায় পোড়ায়
তবে পুড়ুক আমার মন, আমার জীবন
তবু তুমি ভালো থেকো
তুমি শুধু সুখে থেকো,
তোমার সুখের নিচে কেবল আমার দুঃখ রেখো।

ভিখিরি

ভালোবাসা চেয়ে হাত পেতেছি,
গোলাপ কাঁটা করেছে ক্ষত;
রক্তক্ষরণে এ হৃদয় পরাভূত।
ভালোবাসা চেয়ে চোখ মেলেছি,
দুচোখ ভরে পেয়েছি জল;
কষ্টের জলে ভিজেছে আঁচল।
দুঃখ চেপে কষ্ট সয়েছি—
তোমায় বেসেছি ভালো,
তোমার পরশে হৃদয় সেজেছে
জীবন হয়েছে আলো।
তবু ভালোবাসি, তবু চোখ রাখি
ভালোবাসা চেয়ে তবু হাত পাতি,
হৃদয় কোণে স্বপ্নের জাল বুনি—
ভিখিরি আমি করি মাতামাতি।

আরেকটা নতুন জীবন চাই

অন্তরীক্ষে দুখের কাব্য
বিষণ্ণ প্রহরে কষ্টের ছায়া
মিতালী করে ডাকে, আয়, দুঃখ উড়াই।
অহম ভাবনায় শোকগাথা লিখি
রাজনীতির মাঠ রূপ বদলায়;
ক্ষমতার পালাবদল হয়,
থেকে যায় মধ্যবিত্ত জীবন—
যোগ-বিয়োগের হিসাব কেবল বড় হয়।
মধ্যরাত্রের রোমান্স ফিকে হয়ে আসে
করে নতুন প্রেমের অন্বেষণ,
জীবন ছুটে অসম ইচ্ছের দোলায়;
বেঁচে থাকি মরার মতো,
শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি
মিছিল করে অর্ধনগ্ন দেহে উচ্চবিত্ত
চিৎকার করে, অধিকার চাই
মিছিল করে উলঙ্গ দেহে নিম্নবিত্ত
চিৎকার করে, বাঁচতে চাই
মিছিল ছুটে কোরাস করে, সংগ্রাম চলবে—
বিদ্রুপ করে বিলাসী জীবন
চুপিসারে বলে, আরেকটা নতুন জীবন চাই।

স্বরূপ

কেউ কি জলে নিজের ছায়া দেখেছো?
আমি দেখেছি,
যতবার দেখেছি ততবার বিস্মিত হয়েছি
এত শান্ত জল অশান্ত হয়!
এত অশান্ত জল শান্ত হয়!
জলের ওপর নিজের ছায়া দেখে ভেবেছি
এত সুন্দর মুখ কদর্য হয়!
এত কদর্য মুখ সুন্দর হয়!
যতবার ভেবেছি গোলকধাঁধায় পড়েছি,
কোনো উত্তর পাইনি।

কেউ কি রোদে কখনও একা হেঁটেছো?
আমি হেঁটেছি,
যতবার হেঁটেছি ততবার ছায়া দেখেছি
বড় ছায়া
ছোট ছায়া
আঁকাবাঁকা তির্যক ছায়া
কালো ছায়া
সাদা ছায়া—
ধরতে গিয়েছি, ধরতে পারিনি
ছুঁইতে গিয়েছি, ছুঁইতে পারিনি
বারবার সরে গেছে দূরে।

কেউ কি আঁধারে নিজকে দেখেছো?
চিনতে পেরেছো কভু?
আমি পারিনি
বোধ হয় তুমিও পারোনি,
আসলে কেউ তা পারে না;
তিমিরেই থেকে যায় সবার জীবন।

পরখ

গায়ে খোঁচা মারি পরখ করি
বেঁচে আছি নাকি নাই!
ঢুলুঢুলু চোখে বিস্ময়ে দেখি,
কতকিছু খুঁজে পাই।
মানুষে মানুষে গায়ে ঠেসাঠেসি,
তফাত বেড়েছে মনে
মানবতা আজ হারিয়ে গিয়েছে
কারণে কি অকারণে।
লোভ-লালসায় মজেছে মানুষ
স্বার্থকে করে পুঁজি
আপনকে সবে করিতেছে পর,
বাহিরে আপন খুঁজি।
সব আছে তবু আরো বেশি চাই,
চাওয়ার নেই শেষ
লোক দেখানো ফ্যাশন করে
ভালো মানুষের বেশ।
আত্মপ্রচারে সরব সবে,
জানিনে নিজের কথা—
কী আছে এই জীবনের মানে,
কিসের গৌরবগাথা!

ইচ্ছে রাজার দেশ

ইচ্ছে রাজার দেশ!
আমরা আছি বেশ।
কে বলেছে, কেউ ভালো নেই—
সব হয়েছে শেষ!
ভালোই আছি ভাই
দু'মুঠো ভাত খাই,
ভাতের সাথে লঙ্কা মাখি
নুন দিয়ে জল খাই।

চোখ আমাদের খোলা
যা দেখি সব ভুল,
মুখ আমাদের খোলা
ঐ মুখে নেই বোল,
কান দু'খানা বন্ধ রেখে
পথ হেঁটে ঘর যাই;
ভালোই আছি ভাই!

বড় হবার ইচ্ছে ছিল
ইচ্ছে গেছে উড়ে,
মন্দ ভালো যাহা ছিল
সব নিয়েছে চোরে।
আটকে থাকি ঘরে
সকাল–সন্ধ্যা ভরে;
ইচ্ছে রাজার গল্প শুনি
দারুণ জাদুর সুরে।

ঘরে বসে স্বপ্ন দেখি
রাজ্যখানা আহা!
গা গতরে চিমটি কাটি—
মিথ্যে দেখি ডাহা।
ইচ্ছে রাজার দেশ
আমরা আছি বেশ!